রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৩ সনের ২৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৬, ২০২৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১৩—৪২০
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৪১—৭৬২
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৫৩—৭৫৯
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৯/ ৩০ মার্চ ২০২৩

নং ২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০৩৪.০৯-১১২—'বাংলাদেশ পুরাতন কাপড় আমদানীকারক সমিতি' সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন, যার লাইসেন্স নং-০৬/২০১৩, তারিখ: ২৪-০১-২০১৩;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি লাইসেন্সের বিধি বিধান পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, টিও লাইসেন্স প্রাপ্তির পর থেকে বাণিজ্য সংগঠনটি অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং ব্যালেন্সসীট নিয়মিতভাবে দাখিল করেনি;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর নিয়মাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটির অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক নয়;

যেহেতু, বাণিজ্য সংগঠনটি কর্তৃক ১৯-০২-২০১৩ তারিখে আরজেএসসিতে নিবন্ধন পরবর্তী কোন রিটার্ন পরিদপ্তরে দাখিল করা হয়নি;

সেহেতু, বাংলাদেশ পুরাতন কাপড় আমদানীকারক সমিতি-এর অনুকূলে লাইসেন্স মঞ্জুরের পর থেকে সংগঠনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে বিধায় বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২-এর ৫ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ (১) বিধির আওতায় "বাংলাদেশ পুরাতন কাপড় আমদানীকারক সমিতি"–এর অনুকূলে ২৪-০১-২০১৩ তারিখে প্রদত্ত লাইসেন্স নম্বর ০৬/২০১৩ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

মোঃ হাফিজুর রহমান
মহাপরিচালক।

মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সিএ-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৬ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং-৩০.০০.০০০০.০১৪.১৯.০০১.২০২০-১৩৫—বাংলাদেশী এয়ারলাইন্সসমূহ আন্তর্জাতিক গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচলনার ক্ষেত্রে দেশের বাইরে অবস্থিত বিক্রয় কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট দেশের মুদ্রা Head Line Currency হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ Head Line Currency হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশের নিজস্ব মুদ্রার ব্যবহার করে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে কার্যরত দেশি-বিদেশি সকল এয়ারলাইন্স কর্তৃক বাংলাদেশ হতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে Head Line Currency হিসেবে দেশীয় মুদ্রা অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকা নির্ধারণ করা হলো।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৪৩.৯৯.০০২.২১.৩৫ পত্রের সম্মতি এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন ১লা জুলাই, ২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
রোকসিন্দা ফারহানা
উপ-সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ বৈশাখ ১৪৩০/২৪ এপ্রিল ২০২৩

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০৩৪.২০.১৭৯—যেহেতু, আপনি জনাব মৃনাল কান্তি বিশ্বাস, যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় , সিলেট ও প্রাক্তন যুগ্ম-নিবন্ধক (প্রশাসন,মাসউ ও ফাইন্যান্স), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা সার্বক্ষণিক গাড়ির প্রাধিকারভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা শহরের বাহিরে সরকারি জীপ গাড়ীযোগে(জীপ গাড়ী নম্বর রংপুর-ঘ-১১-০১২১) ভ্রমণ করেছেন এবং ভ্রমণের ক্ষেত্রে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর নিকট হতে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করেননি, যা সরকারি যানবহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর ৩ (এ) বিধি লংঘনজনিত অসদাচরণের সামিল হওয়ায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৫-১২-২০২০ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০৩৪.২০.৪৫৯ সংখ্যক আদেশমূলে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

২। যেহেতু, সরকারি জীপ গাড়িটি দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য আপনি দায়ী এবং কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন এর স্মারক নং -১২০৯, তারিখ: ২৮-১০-২০১৯ অনুযায়ী গাড়িটি মেরামত বাবদ ১৫,৯৬,২৩৭/-(পনের লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশত সাঁইত্রিশ) টাকা সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৮৬ এর ৯(২)(i) এবং একই সঙ্গে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ (২) (গ) বিধি অনুযায়ী আপনার নিকট হতে আদায়যোগ্য এবং আপনি সরকারি সম্পদ/ অর্থের অপচয়, ক্ষতিসাধন করার কারণে অসদাচরণের দায়ে দোষী ;

৩। যেহেতু আপনি জনাব মৃনাল কান্তি বিশ্বাস, যুগ্ম- নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট ও প্রাক্তন যুগ্ম-নিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা , ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং কেন আপনাকে একই বিধিমালা ৪(৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত অথবা উক্ত বিধিমালায় বর্ণিত অন্য যে কোন দণ্ড প্রদান করা হবে না তার সুস্পষ্ট জবাব দাখিল এবং আপনি ব্যক্তিগত শুনানি প্রদানে ইচ্ছুক হলে তা ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়:

৪। যেহেতু, গত ২২.০৩.২০২১ তারিখে আপনার ব্যক্তিগত শুনানিকালে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে উপস্থাপিত মৌখিক বক্তব্য, রেকর্ডপত্র এবং দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় আপনার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ১৭.০৬. ২০২১ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০৩৪.২০.২২১ সংখ্যক অফিস আদেশ মোতাবেক তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) জনাব চন্দন কুমার দে-কে প্রদান করে তাঁর নেতৃত্বে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়;

৫। যেহেতু, তদন্ত বোর্ডের প্রতিবেদন পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, (ক) আপনি জনাব মৃনাল কান্তি বিশ্বাস, যুগ্মনিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট ও প্রাক্তন যুগ্মনিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা সার্বক্ষণিক গাড়ির প্রাধিকারভুক্ত না হলেও সমবায় অধিদপ্তরের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে ঢাকা শহরের বাইরে ভ্রমণ করতে পারেন। নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের মৌখিক অনুমোদন গ্রহণের বিষয়ে মোবাইল কল লিস্ট অনুযায়ী সত্যতা পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি গাড়ি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ফরমে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করেননি। সরকারি জীপ গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি বিধান অনুসরণ না করলেও সম্পূর্ণ বিনা অনুমতিতে ভ্রমন করছেন এ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। তবে নিয়ম অনুযায়ী তিনি তাঁর ভ্রমনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর নিকট হতে লিখিত অনুমোদন না নিয়ে সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৮৬ এর ৩(এ) বিধি লংঘন করেছেন এবং সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের বিধি অনুসরণে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, (খ) অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিগত ০২-০৯-২০১৯ তারিখে দাখিলকৃত প্রস্তাবিত ভ্রমনসূচিতে সরকারি যানবাহনযোগে ভ্রমনের বিষয়টি উল্লেখ করা ছিল এবং তা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল। পরবর্তীতে ভ্রমণসূচি ও ভ্রমণভাতা বিলও অনুমোদিত হয়। কাজেই ভ্রমণসুচি অনুমোদন না হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি, (গ) জনাব মৃণাল কান্তি বিশ্বাস সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৮৬ এর ৩(এ) বিধি লংঘন করায় একই বিধিমালার ৯(১) (iii) অনুযায়ী তাঁকে সরকারি জীপগাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৮৬ এর ৯ (২)(i) এবং একই সঙ্গে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(গ) বিধি অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়;

৬। যেহেতু সমবায় অধিদপ্তর হতে জানা যায়, দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি সমবায় অধিদপ্তরের গ্যারেজে রক্ষিত আছে ও মেরামতের অভাবে গাড়ীর মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। পরবর্তীতে জনাব মৃনাল কান্তি বিশ্বাস, যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর গত ২৪-০৫-২০২২ তারিখে নিজস্ব অর্থায়নে ক্ষতিগ্রস্ত জিপগাড়িটি মেরামত করে দিবেন মর্মে উল্লেখ করে দীর্ঘদিন ধরে গাড়িটি নষ্ট থাকায় ও সরকারি সম্পদ রক্ষার্থে এ বিভাগে আবেদন করেন। দাখিলকৃত আবেদন মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সমবায় অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয় । সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটি উক্ত কর্মকর্তা নিজস্ব অর্থায়নে মেরামতের জন্য তার নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গাড়িটি বিআরটিসি কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা কর্তৃক মেরামত পূর্বক তিনি সমবায় অধিদপ্তরে হস্থান্তর করেন। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গাড়িটি বুঝে নেওয়ার জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে বিআরটিএ এর মোটরযান পরিদর্শক কর্তৃক গাড়িটি সরেজমিনে পরিদর্শনের আলোকে গাড়িটি চলাচলের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং অক্ষত মর্মে ফিটনেস সনদপত্র, ট্যাক্স টোকেন এবং Registration Acknowledgement Slip প্রদান করা হয় । বর্তমানে সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় গাড়িটি ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তরের ৩০-০১-২০২৩ তারিখের ৪৭.৬১০০০০.০০৪. ০১৮-১২৭.০৩ পি-১০৯-এ/ ও সংখ্যক স্মারকে অবহিত করেন। তৎপ্রেক্ষিতে

জনাব মৃনাল কান্তি বিশ্বাস এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করলে আবেদনপত্রখানা সুপারিশসহ নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তর এর ৩০-০১-২০২৩ তারিখের ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০১৮.১২৭.০৩পি -১০৯-এ/ ও সংখ্যক স্মারকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

৭। যেহেতু সমবায় অধিদপ্তরেরপত্র, কর্মকর্তার জবাব ও তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের সুপারিশ পর্যালোচনা করা হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তিনি নির্ধারিত ফরমে অনুমতি না নিয়ে মৌখিকভাবে অনুমতি নিয়ে সরকারি গাড়ি নিয়ে রাজশাহীতে তদন্ত কাজে গমন করেন এবং ফেরার পথে গাড়িটি দূর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় গাড়িটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়া, তিনি নিজেও এই দূর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব অর্থয়ানে গাড়িটি মেরামত করেন। গাড়িটি বর্তমানে সচল ও সমবায় অধিদপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের মধ্যে ২টি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তবে যেহেতু তিনি ইতোমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে গাড়ী মেরামত করে দিয়েছেন এবং উক্ত দূর্ঘটনায় তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এই বিষয় দুটি বিবেচনায় আনা সমীচীন হবে। কিন্তু তিনি সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৮৬ এর ৩(এ)বিধি লংঘন করেছেন এবং সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের বিধি অনুসরণে অদক্ষতার পরিচয় দিয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী তাকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৮। সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মৃনাল কান্তি বিশ্বাস, যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট ও প্রাক্তন ও যুগ্ম-নিবন্ধক (প্রশাসন, মাউস ও ফাইন্যান্স), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা(বতর্মানে যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর হিসেবে বদলীর আদেশাধীন) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২) (ক) অনুযায়ী তাঁকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৯। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ বৈশাখ ১৪৩০/০২ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৯৯.০৫০.২২.৬৭১—যেহেতু, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, পিতা: রফিক উল্লা, গ্রাম: কোড়াপাড়া, ডাকঘর-পাংশা, পাংশা পৌরসভা, উপজেলা: পাংশা, জেলা: রাজবাড়ী, পাংশা পৌরসভার ০৫ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩/১৪৭/১৪৮/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৮৫/৫০৬(২)/১১৪/৩৪ ধারায় রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানায় দায়েরকৃত মামলা নং ১২, তারিখ: ১৮ এপ্রিল ২০২১ হতে উদ্ভুত বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, রাজবাড়ীতে জি আর ৮০/২০২১ মামলায় দায়ের করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত মামলায় অভিযোগ পত্র (অভিযোগপত্র নং ২১০, তারিখ ১৮ ডিসেম্বর ২০২১) বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়ে মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে;

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী কোন পৌরসভার কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থী অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে; এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হয়েছে বিধায় তার কর্তৃক পাংশা পৌরসভার কাউন্সিলর এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে।

সেহেতু স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, পিতা: রফিক উল্লা, গ্রাম: কোড়াপাড়া, ডাকঘর: পাংশা, পাংশা পৌরসভা, উপজেলা: পাংশা,জেলা: রাজবাড়ী-কে পাংশা পৌরসভার ০৫ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপ্রতির আদেশক্রমে
মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ বৈশাখ ১৪৩০/১৬ এপ্রিল ২০২৩

নং ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০০৩.২৩.১৬৯—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ, প্রাক্তন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, লালমোহন, ভোলা ও বর্তমানে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কলাপাড়া,পটুয়াখালী এর বিরদ্ধে কর্তব্য কাজে অবহেলা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ অমান্য ও দায়িত্বহীনতার কারণে সমবায় অধিদপ্তরের ০৯-০৯-২০২২ তারিখের ৪৭. ৬১.০০০০.০০৪.০১৮. ৭৫.০৩ পি-(বিমা-০৩/ ২০২১), ৭৮৬-এ/ও সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে ০৩ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

২। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে রেকর্ডপত্র এবং দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় আপনার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু আপনার বিরূদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার জবাব সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়নি;

৪। যেহেতু, আপনার বিরূদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ধারায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বিধায় একই বিধিমালার ৪ (২) (খ) উপবিধির বিধান মোতাবেক আপনার "০৩ (তিন)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত" রাখার দণ্ড প্রদান করা হয়;

৫। যেহেতু , আপনি জনাব মোঃ ফরিদ আহমেদ উক্ত দণ্ড আরোপ হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এর নিকট আপিল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে

২৮-০৩-২০২৩ তারিখে শুনানি গ্রহণকালে সমবায় অধিদপ্তরের প্রতিনিধি যুগ্ম-নিবন্ধক (প্রশাসন, মাসউ ও ফাইন্যান্স)জনাব রিক্তা দত্ত ও আপনার বক্তব্য শ্রবণ করা হয়। অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লালমোহন, ভোলা এর ০৮-০৮-২০২১ তারিখের ০৫.১০.০৯০০.০০১.১৫.০০৫. ২১.১১ নং স্মারকে প্রদত্ত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় আনা হয় । উভয় পক্ষের বক্তব্য, উপস্থাপিত রেকর্ডপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে অভিযোগের অংশ বিশেষ প্রমাণিত হওয়ায় সমবায় অধিদপ্তরের ০৯-০৯-২০২২ তারিখের ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০১৮. ৭৫.০৩পি- (বিমা-০৩/২০২১). ৭৮৬-এ/ও সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে প্রদত্ত "০৩ (তিন) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত" দণ্ড পুনঃনির্ধারণ করে"০১ (এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" দণ্ড আরোপ করাই যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ ফরিদপুর আহমেদ প্রাক্তন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, লালমোহন, ভোলা ও বর্তমানে উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী এর বিরূদ্ধে দায়েকৃত বিভাগীয় মামলায় বিগত ০৯.০৯.২০২২ তারিখের ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.০১৮. ৭৫.০৩পি-(বিমা-০৩/২০২১). ৭৮৬-এ/ও সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে প্রদত্ত "০৩ (তিন) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত" দণ্ড পুনঃনির্ধারণ করে "০১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত" দণ্ড আরোপ করা হলো। সরকারি কর্মচারী (শঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২১ বিধি মোতাবেক আপীল আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৯/০৪ এপ্রিল ২০২৩

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৮.৪৬.০৬.১৫-৫৯—মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম একাডেমির সার্বিক শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, পরিচালন, মানোন্নয়ন,যুগোপযুগীকরণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একাডেমিক কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

১। অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমিক।

সদস্যবৃন্দ

২। উপসচিব (মৎস্য-৩) অধিশাখা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সস এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম

৫। বিভাগীয় প্রধান, নটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ।

৬। বিভাগীয় প্রধান, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি।

৭। বিভাগীয় প্রধান, মেরিন ফিশারিজ বিভাগ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি।

৮। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর একজন প্রতিনিধি।

৯। এ্যাডজুটেন্ট এর দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি।

সচিব-সচিব

১০। ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর অফিসার (টিসিও) এর দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি।

কমিটির কার্যপরিধি;

(ক) শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, পরিচালন, মনোন্নয়ন, যুগোপযোগীকরণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

(খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং ও উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন;

(গ) ক্রমিক ক ও খ এর বিষয়ে সময়ে সময়ে কোনো প্রকার প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে সুপারিশ/ প্রস্তাবনা/ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এবং গভর্নিং বডির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীতব্য সিদ্ধান্ত/সুপারিশ আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয় এবং গভর্নিং বডিকে অবহিত করণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মোহাম্মদ কবীর
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০০.২০.২৬৩—যেহেতু ডা. সৈয়দ আলী ইউসুফ (১৩৬৬০৬), সহকারী সার্জন (সাময়িক বরখাস্ত), শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট,ঢাকা -এর বিরূদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিরপুর মডেল থানায় দায়েরকৃত মামলা নং -৮, তারিখ ০৫-০৮-২০২০ খ্রি. এর প্রেক্ষিতে তাকে গ্রেপ্তারের পর বিজ্ঞ আদালতের আদেশে জেল হাজতে অন্তরীণ করা হয়:

যেহেতু বিএসআর পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির আলোকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৭-১২-২০২০ খ্রি. তারিখের ৪৫২ নং স্মারকে উক্ত কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৮, ঢাকার ২৬-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখের রায়ে ডা. সৈয়দ আলী ইউসুফকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

সেহেতু, ডা. সৈয়দ আলী ইউসুফের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হল। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধি মোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার
সচিব।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৯৭.২২.১০৩—যেহেতু, জনাব ইসমত আরা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া-এর বিরুদ্ধে তিনি আঞ্চলিক পণ্যাগার বগুড়া (WIMS Software) উপজেলা স্টোর হতে মালামাল ফেরত/সরবরাহ বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করেননি। তিনি নওগাঁ জেলা বদলগাছি উপজেলা স্টোর হতে ফেরতকৃত ৫০০০(পাঁচ হাজার) ডিপোপ্রভেরা ইনজেকশন বগুড়া আঞ্চলিক পণ্যাগারে জমা গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তিনি নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস হতে দাখিলকৃত ৭বি রিপোর্টে পর্যালোচনা/যাচাই করেননি। তিনি জনাব মোঃ সেজোয়ান হোসেন, ফার্মাসিস্ট/ স্টোরকিপার, বগুড়া আঞ্চলিক পণ্যাগার (বর্তমান কর্মস্থল:ফার্মাসিস্ট, জেলা সংরক্ষিত পণ্যাগার, পাবনা) কর্তৃক ৫,০০০(পাঁচ হাজার) ডিপোপ্রভেরা ইনজেকশন আত্মসাতের ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করার পরও কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি;

২। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩ (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়নক্রমে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-৭৬/২৩ রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ০৩-০১-২০২৩ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৯৭.২২.-০৩ নং স্মারকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

৩। যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ২৩-০৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যাক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

৪। যেহেতু, তিনি জবাবে ও শুনানিতে তার অনভিজ্ঞতার কারণে অনিচ্ছাকৃত ভুলের বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং এজন্য তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত। ভবিষ্যতে তিনি সতকর্তার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন এবং তার এ কর্মের জন্য তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

৫। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব ইসমত আরা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ'র অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে এবং তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

৬। সেহেতু, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে জনাব ইসমত আরা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নন্দীগ্রাম, বগুড়া (সংযুক্ত: সরবরাহ কর্মকর্তা, আঞ্চলিক পণ্যাগার, পরিবার পরিকল্পনা, বগুড়া) তার অনভিজ্ঞতার কথা স্বীকার করায়, ভবিষ্যতে সতকর্তার সাথে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করায় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৪(২) (ক) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে 'তিরস্কার' দণ্ড আরোপ করা হলো।

৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আজিজুর রহমান
সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ বৈশাখ ১৪৩০/১৮ এপ্রিল ২০২৩

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৬.২২-১৩৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ৬০২১৬৪), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নড়াইল সড়ক বিভাগ, নড়াইল (সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বগুড়া সড়ক বিভাগ, বগুড়া) "সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুন (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ডিপিপি প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলেন ; এবং

যেহেতু, গত ১৬-০১-২০২২ তারিখে "সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধনুট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়ন এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় দেখা যায় প্রকল্পটির অনুমোদন পরবর্তী সময়ে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সড়ক বিভাগ সিরাজগঞ্জ অংশে সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) সড়কের প্রস্তাবিত এলাইনমেন্টে '৩টি' এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) সড়কের প্রস্তাবিত এলাইনমেন্টের ১১ টি মৌজাসহ সর্বমোট ১৪ টি মৌজার নাম ডিপিপিতে নেই। এছাড়া ৩টি মৌজা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাদপড়া মৌজার প্রয়োজনীয় ভূমি অন্তর্ভুক্ত করে এবং অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত জমি বাদ দিয়ে সড়ক বিভাগ, সিরাজগঞ্জ অংশে এজন্য ২৩.০০ একর ভূমি এবং সড়ক বিভাগ, বগুড়া অংশে ৫.২৩০ একর ভূমি প্রয়োজন হবে। তাই অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত মৌজা (৩টি) বাদ দিয়ে বাদপড়া মৌজা (১৪টি) অন্তর্ভুক্তির কারণে ডিপিপি সংশোধন করে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, তিনি নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ডিপিপি প্রণয়নের সময় এর অঙ্গসমূহ সঠিকভাবে যাচাই করেননি বা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেননি। ফলে প্রকল্পের ডিজাইন ও যথাযথভাবে প্রণীত হয়নি। মূল ডিপিপিতে প্রকল্পের অধীনে ৭৬.৭০ কিঃ মিঃ অংশের মধ্যে ১০/১২টি বড় বাজার আছে এবং ৬টি বাজার অংশে মোট ২,০০০.০০ মিটার Rigid Pavement রয়েছে। ভবিষ্যতে প্রধান বাজারগুলোর পেভমেন্ট টেকসই করার নিমিত্ত এবং ক্রমবর্ধমান বাজার এলাকার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির আওতায় ১৮০০.০০ মিটার অতিরিক্ত Rigid Pavement নির্মাণ করা প্রয়োজন। যার জন্য অতিরিক্ত ৫৭০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু, সড়কটি বন্যাপ্রবণ এলাকা ও যমুনা নদীর তীরবর্তী হওয়ায় ডিপিপিতে যে পরিমাণ কনক্রিট স্লোপ প্রটেকশন ধরা আছে তার চেয়ে সিরাজগঞ্জ অংশে আরো অতিরিক্ত ৮৮০০.০০ বর্গমিটার এবং বগুড়া অংশে ২৪০০০.০০ বর্গমিটার সর্বমোট ৩২৮০০.০০ বর্গ মিটার কনক্রিট রক্ষাপ্রদ কাজের প্রয়োজন হবে। এছাড়া সড়ক বিভাগ, বগুড়া অংশের প্যাকেজ নং-০৯ এবং ১০ এ অতিরিক্ত আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল ২৪০০.০০ মিটার এবং ব্রিক টো-ওয়ান ৩০০০.০০ মিটার প্রয়োজন। এছাড়া বিদ্যমান কালভার্টের চেয়ে সড়ক প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ৩টি কালভার্ট প্রশস্তকরণ প্রয়োজন। নিরাপদ ও সহজ ট্রাফিক ব্যবস্থার লক্ষ্যে আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ট্রাফিক সাইন স্থাপনের জন্য নতুন একটি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হবে; এবং

যেহেতু, এ প্রেক্ষিতে গত ১৫-০৬-২০২২ তারিখে তার নিকট ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তিনি লিখিত জবাবে এতদ্ বিষয়ে চাহিত ব্যাখ্যায় নিজের ভুল স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু তার ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয় মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনে এহেন গাফলতি ও অবহেলার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীর মামলা নম্বর ০৭/২০২২ রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোনো শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না, কিংবা তার বক্তব্যের সমর্থনে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি গত ০৮-০৯-২০২২ তারিখে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন। সে প্রেক্ষিতে গত ১৯-১০-২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত জবাব ও শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব, জনাব মোস্তাইন বিল্লাহ-কে গত ১৯-১০-২০২২ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ৬০২১৬৪), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নড়াইল সড়ক বিভাগ, নড়াইল (সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বগুড়া সড়ক বিভাগ, বগুড়া) এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ১০-০১-২০২৩ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে; এবং

যেহেতু, তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩) বিধিতে উল্লিখিত যে কোনো গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না সে সম্পর্কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ৭(৯) বিধি মোতাবেক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দেয়ার জন্য তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়। তিনি গত ১৪-০২-২০২৩ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রেরণ করেছেন; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় তিনি ডিপিপি'র সিরাজগঞ্জ অংশের ভূমি অধিগ্রহণের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। বগুড়া অংশের কাজের কোন আইটেমও বৃদ্ধি পায়নি। ডিপিপিতে বগুড়া অংশ যথাযথ ছিল এবং ঐ অংশের জন্য সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান (পরিচিতি নম্বর ৬০২১৬৪), নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, নড়াইল সড়ক বিভাগ, নড়াইল (সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, বগুড়া সড়ক বিভাগ, বগুড়া) এর বিরুদ্ধে আনীত ত্রুটিপূর্ণ ডিপিপি প্রণয়নের অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পর্যালোচনায় "সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধনুট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামূখী) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীষক উন্নয়ন প্রকল্পের বগুড়া অংশে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত না হওয়ায় এবং ঐ অংশের জন্য সরকারের কোনো আর্থিক ক্ষতি না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে 'অসদাচরণ' (Misconduct) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীর মামলা (নম্বর ০৭/২০২২) দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৬ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১৪০.১০.১১৪—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950(Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules,1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর.	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	অনন্তপুর	২৬৫	৫২৯	পীরগঞ্জ	রংপুর
২	গাবুরা	১৪৫	৮৩২	পীরগাছা	রংপুর
৩	ফরিদপুর	৩০৪	২০৮৫	মিঠাপুকুর	রংপুর
৪	পশ্চিম বালাগ্রাম	১২	৪২২৭	জলঢাকা	নিলফামারী
৫	ছিট মীরগঞ্জ	১৬	৪৯৭	জলঢাকা	নিলফামারী
৬	ধর্ম্মপুর	৩৩	১৮০২	ফুলবাড়ী	কুড়িগ্রাম
৭	খোচাবাড়ী	৫০	৮০২	ফুলবাড়ী	কুড়িগ্রাম

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর.	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৮	টেপা পদুমসহর	২	৪৬০১	সাঘাটা	গাইবান্ধা
৯	জিগাবাড়ী	৪৬	৪৯১	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
১০	সতীরজান	৫৭	১২১৮	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
১১	সোমসপাড়া	১৭১	১১০৭	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
চিত্রা শিকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
[কাস্টমস : রপ্তানি ও বন্ড]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০২ জুলাই, ২০২৩ খ্রি.।

নং ২৪/২০২৩/কাস্টমস/২৯৬—The Customs Act, 1969, (Act-IV of 1969) এর Section-11 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনস্বার্থে চট্টগ্রাম জেলার মধ্য হালিশহর মৌজার নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত এলাকাকে এতদ্বারা কাস্টমস বন্ডেড এলাকা হিসেবে ঘোষণা করছে, যথা :

মৌজা	জেএল নং	শিট	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ
মধ্য হালিশহর	০১	১১ ও ৮	১৫০৫৩, ১৫০৫৪, ১৫০৫৫, ১৫০৫৬, ১৫০৫৭, ১৫০৫৮, ১৫০৫৯, ১৫০৬০, ১৫০৬১ (অংশ), ১৫০৬২ (অংশ), ১৫০৬৮, ৯২৭১ (অংশ) এবং ৯২৭৬ (অংশ)	২১.২৯ একর

নাজমুন নাহার
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস : রপ্তানি ও বন্ড)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ০৮ আষাঢ় ১৪৩০/২২ জুন ২০২৩

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৬.১৩-২২৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব হাবিবুর রহমান, জন্মতারিখ : ০১-০১-১৯৯৪ খ্রি. পিতা-আবু হানিফ আব্দুল্লাহ, মাতা-কোহিনুর বেগম, হোল্ডিং নং-১৬৮, করিমের বাগ, কাঁচকুড়া, উত্তরখান, ওয়ার্ড নং-৪৪, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা-১২৩০। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৪৪ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হবে।

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/১১ জুন ২০২৩

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩৪.৯৪(১)-২১৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মতিউর রহমান, জন্মতারিখ : ০১-০১-১৯৮৪ খ্রি. পিতা-মোঃ মনির উদ্দিন, মাতা-মোছাঃ আয়েশা আক্তার, গ্রাম-শৈলাট, ওয়ার্ড নং-০২, ডাকঘর-নিজ মাওনা-১৭৪০, উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার ০২ নং গাজীপুর ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ও ৪ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারী কলেজ-৬ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ ভাদ্র ১৪২৮/১৬ আগস্ট ২০২১

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭০.৫৭.০০১.১৮.১৩১—'সরকারীকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা-২০১৮' এর আলোকে নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলাধীন 'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ' গত ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখ হতে সরকারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খালেদা আক্তার
উপসচিব (বেসরকারী কলেজ-৬)।